ঝিনাইদহে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের রেলিং ভেঙে নদীতে, চালক ও হেলপার নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ব্রীজের রেলিং ভেঙে নদীতে পড়েছে। এ ঘটনায় চালক ও হেলপার নিহত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১ টার দিকে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রীজে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলো- ট্রাক চালক সোহেল শেখ (২৭) পাবনা সদর উপজেলার গাজামানিকুন্ডা গ্রামের আবুল কালাম শেখের ছেলে এবং হেলপার মুবারক হোসেন (২০) একই গ্রামের জাফর মিয়ার ছেলে।

ফায়ার সার্ভিসের যশোর অঞ্চলের সহকারী পরিচালক আব্দুস সালাম জানান, রাতে যশোর থেকে একটি ডাল বোঝায় ট্রাক পাবনা যাচ্ছিলো। রাত ১ টার দিকে গাড়াগঞ্জ এলাকার বড়দাহ পুরাতন ব্রীজের উপর এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে কুমার নদে পড়ে যায়।

খবর পেয়ে শৈলকুপা ও ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের ২ টি ইউনিট উদ্ধার কাজ শুরু করে। ভোরে মুবারক হোসেন ও সকাল ৮ টার দিকে চালক সোহেল শেখের একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনার সংবাদ শুনে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মেহেরপুরের কাজলা ও ছেউটিয়া নদী থেকে দুয়ারী জাল জব্দ ও

ধ্বংস

মেহেরপুর সদর উপজেলার ছেউটিয়া ও কাজলা নদীতে অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন লাখ টাকা মূল্যের আড়াই হাজার মিটার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী জাল জব্দ করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার আমঝুপিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে অভিযানটি পরিচালিত হয়।

জানা যায়, সরকার নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারী জাল পেতে কিছু অসাধু ব্যক্তি মাছ শিকার করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা কামরুন্নার আখিঁর নেতৃত্বে উপজেলা মৎস্য অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তারা অভিযান শুরু করেন। অভিযানিক দল প্রথমে সদর উপজেলার এ আর বি কলেজ সংলগ্ন ছেউটিয়া নদী থেকে অভিযান শুরু করে আমঝুপি কুঠিবাড়ি কাজলা নদী পর্যন্ত এলাকায় তল্লাশি চালায়।

অভিযানে ৫৮টি (মোট ২২শ মিটার) চায়না দুয়ারী জাল ও ২টি ভেসাল জাল উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। পরে আমঝুপি কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ভৈরব নদীর তীরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এসব জাল আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার বলেন, বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি অবৈধ চায়না দুয়ারী জাল ব্যবহার করে এসব প্রজাতির মাছ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসব জাল ধ্বংস করা হয়েছে।

অভিযান চলাকালে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম ও সদর উপজেলা সিনিয়র সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেনসহ মৎস্য অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল

কোটচাঁদপুরের বলুহর বাওড় পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল স্থানীয় শাখার নেতৃবৃন্দ। আজ শনিবার সকালে দলটি বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করে শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ নদী পরিব্রাজক দল কোটচাঁদপুর উপজেলা শাখার সভাপতি সমাজ সেবক কামরুজ্জামান খান রতন, সাধারণ সম্পাদক সাবেক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান শান্তি, দপ্তর সম্পাদক রিপন।

নির্বাহী সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ খোন্দকার শরিফুজ্জামান তুহিন, প্রগতি মডেল কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক শরিফুজ্জামান আগা খান, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ডক্টর নজরুল ইসলাম, প্রভাষক গোলাম মোর্শেদ, শিক্ষক নারায়ন চন্দ্র, ওয়াহিদুজ্জামান মুকুল আমিনুর রহমান, কামরুনাহার কাজল, নুরুন্নাহার খাতুন, রিয়াজ হোসেন, কবি সুমন শিকদার, সাংবাদিক মঈন উদ্দিন খান, সাবেক সরকারি কর্মচারি আলমগীর হোসেন, ব্যবসায়ি জয়নাল আবেদীন, বাবু ও ছাত্রী অনিমিখা প্রজ্ঞা।

দলটি আজ শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর বলুহর হ্যাচারি কমপ্লেক্স ঘাট থেকে চলা শুরু করেন আর শেষ করেন বর্জাপুর পারঘাটায় গিয়ে। এর আগে দলটি স্থানীয় মাছ বাজারের শেখ ও হালদার সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং কপোতাক্ষ নদী পরিদর্শন করেন।

ঝিনাইদহে বিশ্ব নদী দিবস পালিত

‘নদীর নাব্যতা বজায় রাখুন, আপনার পরিবেশকে রক্ষা করুন’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব নদী দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।

রোববার বিকালে এ উপলক্ষে জেলা শহরের নবগঙ্গা নদীর পাড়ে ধোপাঘাটা ব্রিজ এলাকার আশে পাশের নদীর পাড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পেইন করা হয়।সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব ফোরামের সভাপতি মেহেদী হাসান, সাধারণ সম্পাদক সোহানা, সাংগঠনিক সম্পাদক সজল পারভেজ বাপ্পি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মুহাইমিনুল ইসলাম, জেলা যুব ফোরামের সদস্য মাহারুন তন্নি, সুমি ইসলাম, নাহিদ হোসেন, জিসান আমিন বাপ্পি, তাহসিন ও সজল সহ স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। এই তারুণ্যে আগ্রহ ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নদী মাত্রিক বাংলাদেশকে পুরানো রুপে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা।

মেহেরপুরে নদীতে গোসলে নেমে নিখোঁজ নবম শ্রেণীর ছাত্র

মেহেরপুরে ভৈরব নদে পড়ে মোহাইমিনুল ইসলাম (ছোট বাবু) নামের এক স্কুল ছাত্র নিখোঁজ রয়েছেন।

নিখোঁজ মোহাইমিনুল ইসলাম সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে ও স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর শিক্ষার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যাক্ষদর্শীরা জানায়, নিখোঁজ মোহাইমিনুলের অপর তিন বন্ধু মিলে ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। মোহাইমিনুল ইসলাম নদীর কুলে বসে ছিলো। তিন বন্ধু নদীর পানিতে গোসল করছিলো। হঠাৎ মোহাইমিনুল নদীর পানিতে পড়ে যায়। তার বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবেশীদের

ডেকে আনেন তাকে উদ্ধার করতে। স্থানীয় লোকজন নদের পানিতে সাড়ে ৬ ঘন্টা খুজেও উদ্ধার করতে পারেনি। উদ্ধার অভিযান এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত চলতে দেখা যায়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ঝিনাইদহে নদীতে গোসলে নেমে দুইদিন ধরে নিখোঁজ শিশু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পানিতে লাফ দিয়ে নাঈম (৯) নামের তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিখোঁজ রয়েছে। গত দুইদিন অতিক্রম হলেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। সোমবার ও মঙ্গলবার ফায়ার সার্ভিস ও এলাকাবাসি তন্ন তন্ন করে খুজেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। নিখোঁজ শিশু কালীগঞ্জ উপজেলার মাসলিয়া গ্রামের সবজি বিক্রেতা মহিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার (১৪ জুলাই) দুপুরে গোসল করতে বাড়ির পাশের বুড়ি ভৈরব নদীর হাসিলবাগ ব্রীজের উপর থেকে পানিতে লাফ দেয় নাঈম। এসময় তার সাথে অন্য বন্ধুরা ছিল। সবাই পানি থেকে উঠে আসলেও নিখোঁজ হয়ে যায় নাঈম। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি করেও ব্যর্থ হয়।

খবর দেওয়া হয় কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসকে। তারাও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। ফায়ার সার্ভিসের খুলনার ডুবুরি দলও যোগ দেয় উদ্ধার অভিযানে। প্রথম দিন তাকে না পেয়ে রাত ৮টার দিকে উদ্ধার অভিযান বন্ধ করে দেয়।

মঙ্গলবার (১৫ জুলাই) সকাল থেকে আবারও উদ্ধার অভিযান শুরু করে। উদ্ধার অভিযানে তাদের সাথে যোগ দেয় স্থানীয়রা। তবে, পানিতে স্রোত ও প্রচুর কচুরিপানা থাকায় উদ্ধার অভিযানে বিঘ্ন ঘটছে বলে জানান ডুবুরি দল। তবে বিকালে এ রিপোর্ট লিখার আগ পর্যন্ত শিশুটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন অফিসার রবিউল ইসলাম জানান, উদ্ধার অভিযান অব্যহত রয়েছে। তবে নদীতে অতিরিক্ত কচুরিপানা থাকায় তাকে খুঁজে পেতে সমস্যা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে পানির স্রোতে মরদেহ সরে গিয়ে কোন কচুরিপানার মধ্যে আটকে থাকতে পারে।

শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই কুমির আটক করলো গ্রামবাসী

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গড়াই নদীর সেই আলোচিত কুমিরটি আটক করেছে স্থানীয়রা।

গতকাল বুধবার (১২ মার্চ) রাত ৯ টার দিকে উপজেলার হাকিমপুর সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর একটি বাড়ি থেকে কুমিরটিকে আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, সুবিদ্দাহ গোবিন্দপুর গ্রামের একটি বাড়িতে গড়াই নদী থেকে উঠে আসে কুমিরটি। তখন এলাকাবাসী বিষয়টি জানতে পেরে মাছ শিকার করা জাল দিয়ে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কুমিরটিকে। তাদের জালে আটকা পড়ে কুমিরটি। সকলে মিলে কুমিরটিকে রশি দিয়ে বেঁধে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে করে এলাকায় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

ওই এলাকার বাসিন্দা সোহাগ বলেন, হঠাৎ জানতে পারি আমাদের গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো চারটি কুমিরের মধ্যে একটি কুমির লোকালয়ের একটি বাড়িতে উঠে এসেছে। আমরা সকলে মিলে কুমিরটিকে জাল দিয়ে আটক করেছি।

জেলা বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, গড়াই নদীতে ভেসে বেড়ানো কুমিরটি রাতে একটি বাড়িতে উঠে এলে স্থানীয়রা কুমিরটিকে আটক করে। খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। খুলনা থেকে আমাদের একটি টিম ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। তারা পৌঁছে কুমিরটি উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শেষে উপযুক্ত স্থানে অবমুক্ত করবে।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

মুজিবনগরে ভৈরব নদীতে অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জাল আটক ও বিনষ্ট

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে জাটকা বিরোধী/চিংড়ি পুশ/অবৈধ জাল/অবৈধ বাঁধ অপসারণ বিষয়ক মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা মৎস্য অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদীতে পেতে রাখা অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ি জালের অপসারণে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর

মোহাম্মদ জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুস সাদাত রত্ন।

এসময় নদীতে পেতে রাখা অবৈধ চায়না দুয়াড়ি জালগুলো অপসারণ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।এ সময় অবৈধ জাল পাতার অপরাধে একজনকে আটক করে ২০০ টাকার জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা মৎস্য অফিসার (ভারপ্রাপ্ত মৎস্য অফিসার মুজিবনগর) মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, অবৈধ চায়না দুয়ারী এবং কারেন্ট জলের কারণে ভৈরব নদীতে মাছের প্রজনন ও বংশবিস্তারে বিরূপ প্রভাব পড়ছে ওই জালে মাছ বা অন্য কোন প্রাণী প্রবেশ করলেই সে মারা যায় এভাবেই ভৈরব নদীর তে মাছের যে জীববৈচৈত্র বা দেশীয় প্রজাতির মাছের বংশবিস্তার ব্যাপক হারে কমে আসছে। তাই মৎস্য অফিস এইসব অবৈধ কারেন্ট জাল ও চায়না দুয়াড়ির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে। সেই সাথে মাছের জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জনগণকেও সচেতন করা হচ্ছে। এই অবৈধ জালের বিরুদ্ধে মৎস্য অফিসের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ভৈরব নদীতে জেলা মৎস্য অফিসের অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালতকে সহযোগিতা করেন, মুজিবনগর থানার এসআই সজীব এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা মৎস্য অফিসের ক্ষেত্র সহকারী আহসান হাবিব। অফিস সহকারী খালিদ হাসান পলাশ।